তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ষ্ঠ কলাম ২

সমকাল

সমাপনীর প্রশ্নে ভুল, নম্বর পাবে সব শিক্ষার্থী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ভুল ধরা পড়েছে। অথচ প্রশ্ন প্রণয়নকারী সরকারি সংস্থা 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি' (নেপ) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি এখনও জানেই না। আর পরীক্ষার আয়োজনের দায়িত্বে থাকা অপর সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য- ভুল হয়েছে তো কী হয়েছে? ভুল হওয়া প্রশ্নে সবাইকে সমানভাবে নম্বর দেওয়া হবে।

অভিভাবকরা জানান, গত ৩০ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর গণিত বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। এ পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে ভুল ধরা পড়ে। তবে দেশের অপর ৬টি বিভাগের প্রশ্নপত্রে এ ধরনের ভুল ছিল কি-না জানা যায়নি। কারণ প্রতিটি বিভাগের জন্য এ বছর আলাদা প্রশ্ন ছিল। ঢাকা বিভাগের ১৫০৩০৩নং কোডের গণিতের ১নং প্রশ্নের ১০ নম্বর অপশনে যে প্রশ্নটি করা হয়, তাতে বলা হয়েছে, ২ ডজন খাতার দাম ৫০০ টাকা হলে ১টি খাতার দাম কত? এই সমস্যাটির গাণিতিক রূপ কোনটি? (ক) ৬০০÷(১২X২) (খ) ৬০০÷(১২+২) (গ) ৬০০X (১২+২) (ঘ) ৬০০÷২X১২। অথচ প্রশ্নে বলা হয়েছে, খাতার দাম ৫০০ টাকা। সমাধানের যে রূপটি প্রশ্নে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে ৫০০ টাকার স্থলে ৬০০ টাকা ধরে সমাধান করতে বলা হয়েছে।

আবার, ইংরেজি মাধ্যমের এমসিকিউ অংশের ২২ নম্বর প্রশ্ন ছিল- অংকে নম্বর চিহ্ন কয়টি। এর সঠিক উত্তর হবে-১০টি। এই প্রশ্নটিই ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নে করা হয়েছে এভাবে- হাউ ম্যানি সিম্বল ইন ম্যাথমেটিকস। বাংলা প্রশ্নের ইংরেজি অনুবাদে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এমন ভুল করায় অনেক ছাত্রছাত্রী সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। শিক্ষকরা জানান, আসলে প্রশ্নটি হবে হাউ ম্যানি সিম্বল ইন নিউম্যারিক। কেননা, ম্যাথমেটিকস বলায় তা গোটা গণিতকে বোঝানো হয়। গণিতে চিহ্ন আছে ৫ ধরনের। তাই ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের অনেকে সঠিক উত্তর দিতে ভুল করেছে। প্রশ্নের ভুলটি নিয়ে সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় শাখার দু'জন অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং ডা. আবদুল জলিলের সঙ্গে কথা বললে তারা এ ধরনের কোনো অভিযোগ এখনও পাননি বলে জানান। এই প্রথম তারা বিষয়টি জানতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। এ নিয়ে তারা তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করতেও রাজি হননি।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন সমকালকে বলেন, ভুল হয়েছে তো কী হয়েছে? ভুল হওয়া প্রশ্নে সবাইকে সমান্তরালভাবে নম্বর দেওয়া হবে। এটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা না করার আহ্বান জানান তিনি। তবে এ ধরনের ভুলের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) মহাপরিচালক মো. ফজলুর রহমান জানান, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। প্রশ্নটি সম্পর্কে অবগত হয়ে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের শঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এদিকে, ভুল প্রশ্নপত্রে গণিত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন অভিভাবকরা। পাবলিক পরীক্ষার সমতুল্য একটি পরীক্ষায় মূল প্রশ্নপত্রে ভুল থেকে গেল এবং তা সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কী করে? অভিভাবকরা দাবি করেন, এ প্রশ্নে উত্তরদাতা পরীক্ষার্থীদের যেন কোনো নম্বর কর্তন করা না হয়। কারণ এ ভুল পরীক্ষার্থীদের নয়; প্রশ্ন প্রণেতাদের।